গবেষণাপত্রের সংক্ষিপ্তসার

বিশ শতকের তিন ও চার-এর দশকের বাংলা উপন্যাসে মার্কসীয় চেতনার পরিগ্রহণ

উপস্থাপক
বিধানচন্দ্র রায়

তত্ত্বাবধায়ক
ড. দিলীপ সাহা
ড. রঞ্জুশ্রী পাত্র

বাংলা বিভাগ
উচ্চতর বিদ্যাচর্চা কেন্দ্র
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
২০১৪

উপস্থাপন সূচি

- প্রথম অধ্যায় : ক. প্রস্তাবনা : মার্কসীয় চেতনার সংক্ষিপ্ত রূপরেখা
  - খ. ভারতে মার্কসবাদের উদ্ভব ও বিকাশ
  - গ. বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতিতে মার্কসবাদী চেতনার উন্মেষ ও বিকাশ
- দ্বিতীয় অধ্যায় : বিশ শতকের প্রথম দিকের উপন্যাসে মার্কসবাদের আভাস
- তৃতীয় অধ্যায় : বিশ শতকের তিনের দশকের উপন্যাসে মার্কসবাদ ভাবনা
- চতুর্থ অধ্যায় : বিশ শতকের চারের দশকের উপন্যাসের মার্কসবাদ ভাবনা
- পঞ্চম অধ্যায় : উপসংহার

প্রথম অধ্যায়

ক. প্রস্তাবনা : মার্কসীয় চেতনার সংক্ষিপ্ত রূপরেখা

ইউরোপে ধনতন্ত্রের সূচনা ও শ্রমিক-আন্দোলনের অগ্রগতি ঊনবিংশ শতকের কয়েকজন চিন্তাবিদকে ভাবিয়ে তুলেছিল। এই চিন্তাভাবনার মধ্যে অস্পষ্টতা, অসংগতি, রোমান্টিক কল্পনার এক বিচিত্র মিশ্রণ ঘটেছিল। উক্ত শতাব্দীর চার-এর দশকে ইউরোপীয় কমিউনিজমের এক বৈজ্ঞানিক মতাদর্শ গড়ে উঠেছিল যা মার্কসবাদ নামে উল্লিখিত। কার্ল মার্কস মানব সমাজের ইতিহাসকে ব্যাখ্যা করেছেন শ্রেণিসংগ্রামের ইতিহাস হিসেবে। এই চিন্তা পরবর্তীকালে অন্যান্য দেশের মতো এদেশেও প্রভাব বিস্তার করে। মূলত বাংলাদেশে এই মতবাদ চর্চা ও প্রয়োগের প্রচেষ্টা লক্ষ করা গেছে বিশ শতকের গোড়ার দিকে। সমাজের সঙ্গে সাহিত্য ক্ষেত্রেও এর চর্চা শুরু হয়।

খ. ভারতবর্ষে মার্কসবাদের উদ্ভব ও বিকাশ

১৯২০ খ্রিস্টাব্দে এম.এন. রায়ের নেতৃত্বে তাসখন্দে কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করা হয়। রুশ বিপ্লবের পরে ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল গঠিত হলে পৃথিবীর অনেক দেশ কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার কাজে এগিয়ে আসে। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কানপুরে অনুষ্ঠিত সম্মেলনকে ধরা হয় ভারতবর্ষে কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা বর্ষ। ১৯২৬-এ প্রকাশিত হয় পার্টির প্রথম গঠনতন্ত্র। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে 'ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পেজান্টস্' পার্টিগুলির নেতৃত্বে মজুরদের সংগ্রাম দেশময় ছড়িয়ে পড়ে। ব্রিটিশ রাজশক্তি ভীত হয়ে শুরু করে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা (১৯২৯। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি আনুষ্ঠানিকভাবে কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের অঙ্গীভূত হয়। এরপরই প্রকাশিত হয় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির নিজস্ব খসড়া (Draft Platform of Action of Communist Party of India)।

গ. বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতিতে মার্কসবাদী চেতনার উন্মেষ ও বিকাশ

১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা, সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন, তার ব্যর্থতা প্রভৃতি ঘটনা বাংলাদেশের মার্কসবাদ প্রতিষ্ঠায় একটা বড় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। বিশেষ করে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখলের পরবর্তী বছরগুলোতে বিভিন্ন জেলখানায় বন্দি শিবিরে আর আন্দামানে নির্বাসিত তরুণ বিপ্লবীদের একটা বড় অংশ মার্কসবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। এইভাবেই গোপাল হালদার, বেরতী বর্মণ, ভবানী সেন, সরোজ আচার্য প্রমুখদের আমরা মার্কসিস্ট হিসেবে পেয়েছিলাম। ১৯২৪-২৫-এ দেশে ফিরে মার্কসীয় ধ্যান-ধারণা বিভিন্ন লেখায় প্রকাশ

করেন ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'পরিচয়' পত্রিকা। গিরিজাপতি আচার্য, নরেন্দ্রনাথ রায়, হিরণকুমার সান্যাল, সুশোভন সরকার, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সাহেদ সোহরাওয়ার্দি, বিষ্ণু দে প্রমুখ এই পত্রিকার সাথে যুক্ত ছিলেন। সবার দর্শন যদিও এক ছিল না তবুও অনেকে তাঁদের রচনায় শ্রেণিবিরোধকে তুলে ধরেন। ১৯৩৩-এ হিটলারের ফ্যাসিস্ট বাহিনী বার্লিনের ক্ষমতা দখল ও ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে জেনারেল ফ্রাঙ্কোর নেতৃত্বে আবিসিনিয়া আক্রমণ করলে বিশ্বের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন বুদ্ধিজীবীরা ফ্যাসিস্ট শক্তির বিরুদ্ধে একত্রিত হতে থাকেন। মুন্সি প্রেমচন্দ্-এর সভাপতিত্বে 'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ' গঠিত হলে তার বাতাস বাংলায় এসে লাগে। ১৯৩৬-এর ১১ জুলাই 'বঙ্গীয় প্রগতি লেখক সংঘ' গঠিত হয়। 'প্রগতি লেখক সংঘ', 'সোভিয়েত সুহৃদ সংঘ' প্রভৃতি সংস্থা, 'অগ্রণী', 'অরণি', 'মজদুর' প্রভৃতি পত্রিকায় মার্কসীয় সাহিত্য চর্চা বাংলাদেশে চলতে থাকে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিশ শতকের প্রথম দিকের উপন্যাসে মার্কসবাদের আভাস

১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লব বিগত শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে বাঙালি তরুণ বুদ্ধিজীবীদের নানাভাবে প্রভাবিত করেছিল। মার্কসীয় তত্ত্বচিন্তা অপেক্ষা বলশেভিক বিপ্লবের রোমহর্ষক বিষয়টি বেশি আলোড়ন তুলেছিল। তাই এই পর্বের দুই একজন ঔপন্যাসিক রোমান্টিক দৃষ্টিকোণ থেকে মার্কসবাদকে দেখেছেন। মার্কসীয় চেতনার পরিশীলিত কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত নজরুল তাঁর উপন্যাসে রোমান্টিক দৃষ্টিকোণ থেকে মার্কসবাদকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাস তার অন্যতম দৃষ্টান্ত।

তৃতীয় অধ্যায়

বিশ শতকের তিনের দশকের উপন্যাসে মার্কসবাদ ভাবনা

এই পর্বে আমরা তিনজন ঔপন্যাসিককে পাচ্ছি। গোপাল হালদার, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও সোমেন চন্দ। গোপাল হালদার যেহেতু মার্কসীয় রাজনীতির সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিলেন তাই একজন সচেতন রাজনৈতিক কর্মীর চিন্তা চেতনার ছাপ তাঁর 'একদা', 'অন্যদিন', 'আর একদিন'-এ পড়েছে। অন্যদিকে, এই সময়পর্বেই ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'অন্তঃশীলা', 'আবর্ত', 'মোহানা'য় বৈদগ্ধ্যের সঙ্গে ধরা পড়েছে মার্কসীয় তত্ত্বচিন্তা। ধূর্জটিপ্রসাদে যে তত্ত্বচিন্তার প্রকাশ, গোপাল হালদারে তার অনুশীলিত রূপকে পেয়েছি। মাত্র সতেরো বছর বয়সের কিশোর সোমেন চন্দ 'বন্যা' উপন্যাসটি লেখেন। মার্কসীয় ধারণার বিক্ষিপ্ত স্ফুরণ দেখা গেছে এই উপন্যাসে।

চতুর্থ অধ্যায়

বিশ শতকের চারের দশকের উপন্যাসে মার্কসবাদ ভাবনা

এই পর্বের লেখকরা হলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীনাথ ভাদুড়ী, সুবোধ ঘোষ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সাবিত্রী রায়। এঁদের রচনায় মার্কসবাদ বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গির হেরফের লক্ষ করা যায়। দ্বিধা, দ্বন্দ্বময় সময় প্রেক্ষিতে সবকিছুর মধ্য মার্কসবাদ বিষয়েও দ্বিধা, দ্বন্দ্বকে লক্ষ করা যায়।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মূলত রবীন্দ্রানুসারী গান্ধীবাদী চেতনায় দীক্ষিত এবং পাশাপাশি ভাববাদী দৃষ্টিতে মার্কসবাদকে দেখেছেন, তাই তাঁর উপন্যাসে পুরোপুরি মার্কসীয় চেতনা দানা বাঁধেনি। 'মন্বন্তর' উপন্যাসে মার্কসীয় চেতনা প্রকাশ পেলেও সেখানে গান্ধীবাদের ইঙ্গিতই নির্দেশ করে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে মার্কসবাদের প্রকৃত সত্যনিষ্ঠ দিকটি ফুটে উঠেছে। পরবর্তীকালের শোষণমুক্ত সমাজ ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন প্রভৃতির পূর্বাভাস উপরিউক্ত পর্বটিতে আমরা লক্ষ করি। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে সুবোধ ঘোষের 'তিলাঞ্জলি'তে রয়েছে মার্কসবাদের বিরোধিতা, জাগরী উপন্যাসে সতীনাথ মার্কসীয় মতাদর্শকে দক্ষিণপন্থী দৃষ্টিতে দেখেছেন এবং কিছুটা নেতিবাচক উপস্থাপন করেন। এই বিরোধিতা, নেতিবাচকতা অস্পষ্টতার সঙ্গে মার্কসীয় চেতনার সদর্থক দিকগুলির তুলনামূলক আলোচনাও উঠে এসেছে। সাবিত্রী রায়-এর উপন্যাসে মার্কসবাদের সদর্থক দিকগুলির সঙ্গে নারীবাদী চেতনা প্রতিষ্ঠিত। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ে মার্কসীয় চেতনার ইঙ্গিত পেলাম।

পঞ্চম অধ্যায়

উপসংহার

সমাজ চৈতন্যের একটি রূপ এই দর্শন নানা উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে। সাহিত্য ক্ষেত্রেও এই চেতনা দিন দিন প্রসারিত হচ্ছে। বাংলায় মার্কসীয় চেতনা পরবর্তীকালে সৃষ্টির ফসল ফলিয়েছে। সুলেখা সান্যাল, সমরেশ বসু, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মহাশ্বেতা দেবী প্রমুখদের হাতে মার্কসীয় চেতনা নতুন নতুনভাবে প্রকাশ লাভ করেছে। আশা রাখি পরবর্তীকালে এই চেতনার ফসল বাংলার ঘরে উঠবে।

গ্রন্থপঞ্জি

আকর গ্রন্থ (প্রকাশ সাল অনুসারে)

ইসলাম, নজরুল, 'মৃত্যুক্ষুধা' (১৯৩০)

হালদার, গোপাল, 'একদা' (১৯৩৯), 'অন্যদিন' (১৯৫০), 'আর এক দিন' (১৯৫১)

চন্দ, সোমেন, 'বন্যা' (১৯৪৬)

বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, 'মন্বন্তর' (১৯৪৩)

মুখোপাধ্যায়, ধূর্জটিপ্রসাদ, 'অন্তঃশীলা' (১৯৩৫), 'আবর্ত' (১৯৩৫), 'মোহনা' (১৯৪১)

ঘোষ সুবোধ, 'তিলাঞ্জলি' (১৯৪৪)

ভাদুড়ী, সতীনাথ, 'জাগরী' (১৯৪৫)

গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ, 'সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী' (১৩৫২ ব.), 'মন্দ্রমুখর' (১৩৫২ ব.), 'সূর্য-সারথী' (১৩৫৩ ব.)

রায়, সাবিত্রী, 'সৃজন' (১৯৪৬)

বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক, 'চিহ্ন' (১৯৪৭), 'স্বাধীনতার স্বাদ' (১৯৫১)

সহায়ক গ্রন্থ (সংক্ষিপ্ত)

দাস, ধনঞ্জয় (স.), মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক (১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড একত্রে), করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৩

দাস, ধনঞ্জয় (স.), বাংলা সংস্কৃতিতে মার্কসবাদী চেতনার ধারা, অনুষ্টুপ, কলকাতা, ১৯৯২

মুখোপাধ্যায়, হীরেন্দ্রনাথ, (ক) 'তরী হতে তীরে', মনীষা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৭৪

(খ) 'মার্কসবাদের অ আ ক খ,' এন.বি.এ., কলকাতা, ১৯৫৫

ঐকতান গবেষণাপত্র, কলকাতা, ২০০৪

কোরক সাহিত্য পত্রিকা, কলকাতা পুস্তক মেলা সংখ্যা, ২০০৬

বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার, বঙ্গসাহিত্যের উপন্যাসের ধারা, কলকাতা, ১৯৮৪

বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ, বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, কলকাতা, ১৯৭৬

ভট্টাচার্য, বিশ্ববন্ধু, প্রাক্‌স্বাধীনতা পর্বে বাংলার রাজনৈতিক উপন্যাস, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৬

Roy Subodh, Communalism in India, NBA, Kolkata, 1985